রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৭, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

পরিবহন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪/২২ মে ২০০৭

নং যোম/পরি-১/১সি-৬/২০০৭-১৪৮—Motor Vehicle Ordinance 1983 (LV of 1983) এর Section 53 এর ক্ষমতাবলে সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় সুষ্ঠুভাবে সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার পরিচালনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন/আদেশ রহিতকরণপূর্বক এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত "সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭" জারী করছে ঃ—

সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭

প্রস্তাবনা ঃ

বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯-০২-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা মহানগরী সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার মালিক ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনকল্পে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার পরিচালনা সংক্রান্ত বর্তমান আইন ও বিধিগত ব্যবস্থা;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

সংশ্লিষ্ট মালিক-শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের মতামত/সুপারিশ; উন্নতমানের থ্রি-হুইলার সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা; যাত্রী সাধারণের প্রত্যাশা ও পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদি সন্নিবেশ করে সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭ প্রণয়ন করা হলো।

অনুচ্ছেদ-ক ঃ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস প্রবর্তন

১। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস প্রবর্তন করা হলো। তবে সরকার মনে করলে এ সার্ভিস এলাকার পরিধি হ্রাস ও বৃদ্ধি করতে পারবেন। তাছাড়াও প্রয়োজনে অন্য এলাকার জন্যও অনুরূপ সার্ভিস প্রবর্তন করতে পারবেন।

২। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের সংখ্যার সিলিং সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারণ, হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে আলাদা আলাদাভাবে বর্তমানে ১৩,০০০ (তের হাজার) সিএনজি চলাচলের অনুমতি রয়েছে। প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে তা ১৩,০০০ (তের হাজার) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩। গ্রাহকদের জন্য আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ান্তে পুরাতন সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মালিককে করতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে মোটরযান আইন মোতাবেক পুরাতন থ্রি-হুইলার যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত হলে ঢাকা মহানগর এলাকার বাহিরে অন্যত্র স্থানান্তর/বিক্রয়পূর্বক তদস্থলে নতুন সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার পূর্বের মালিকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। এছাড়াও মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অপ্রত্যাশিত কারণে সম্পূর্ণ স্ক্র্যাপ/ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রতিস্থাপনের সুযোগ বিদ্যমান থাকবে।

৪। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের মালিকের নিজস্ব অথবা ভাড়া করা গ্যারেজ/গাড়ী রাখার স্থান অবশ্যই থাকতে হবে।

৫। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার অবশ্যই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে নির্ধারিত নিঃসরণ মান মাত্রা অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করেতে হবে।

অনুচ্ছেদ-খ ঃ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের বৈশিষ্ট্য

১। সিএনজি অথবা পেট্রোলচালিত তিন চাকাবিশিষ্ট, ৪-স্ট্রোক ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত, চালকসহ (৩+১)=০৪ (চার) আসনবিশিষ্ট, চালক ও যাত্রীর উভয় পার্শ্বে নিরাপত্তা গ্রীল সংযোজিত দরজা সম্বলিত মোটরযান সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার এর ক্যাটাগরীভুক্ত হবে।

২। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার আমদানীর ক্ষেত্রে অবশ্যই নতুন হতে হবে।

৩। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের ইকোনোমিক লাইফ তৈরীর সনসহ সর্বমোট ০৯ (নয়) বছর হবে।

৪। সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্টোক থ্রি-হুইলারের বডির উভয় পার্শ্বে মালিকের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) লিপিবদ্ধ থাকতে হবে এবং পিছনে দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ জানানোর জন্য পুলিশ কন্ট্রোল রুমের অভিযোগ কেন্দ্রের টেলিফোন নম্বর সর্বসাধারণের প্রদর্শনের উপযোগী করে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৫। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ মোতাবেক কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসেবে পরিচালিত হবে এবং সরকার নির্ধারিত হারে মিটারের মাধ্যমে ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা সম্বলিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-গ ঃ ভাড়ার মিটার

১। সকল সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলারে বর্তমান বাজারে প্রচলিত ব্রান্ডের ডিজিটাল মিটার সংযোজন করে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার হারে সুষ্ঠভাবে ক্যালিবারেশান পূর্বক প্রথম ২ কিঃ মিঃ এর ভাড়া পরবর্তী প্রতি কিঃ মিঃ এর ভাড়া এবং প্রতি মিনিট ওয়েটিং চার্জ, মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং মোট ওয়েটিং সময় রেকর্ড ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। সংযোজিত মিটারে নিম্নোক্ত সুবিধাদি থাকতে হবে ঃ—

(ক) সরকার নির্ধারিত ভাড়ার হার এডজাস্ট/মডিফাই করে সীল করার ব্যবস্থা।

(খ) ভাড়া করার পর চালিত প্রকৃত দূরত্ব (কিলোমিটার) এবং ভাড়ার (টাকা) রেকর্ডের ব্যবস্থা।

(গ) মোট দূরত্ব এবং মোট ভাড়া দিনে-রাতে পড়ার উপযোগী-দৃশ্যমান এবং পরিস্কার উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রাথমিক ভাড়া এবং এক-চতুর্থাংশ/এক-পঞ্চমাংশ কিলোমিটার ভাড়া রেকর্ড করার ব্যবস্থা।

(ঙ) যাত্রী কর্তৃক ভাড়ার সময় এবং মোট ব্যবহার সময় রেকর্ডের ব্যবস্থা।

(চ) যাত্রী আসন থেকে সম্পূর্ণ মিটার অবলোকনের ব্যবস্থা।

(ছ) ২ (দুই) মিনিট ওয়েটিং টাইমের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ/এক-পঞ্চমাংশ কিলোমিটারের ভাড়া রেকর্ড করার ব্যবস্থা।

(জ) সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার ভাড়ার জন্য উন্মুক্ত থাকলে For Hire এবং ভাড়া হওয়ার পর 'Hired' শব্দটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

(ঝ) ভাড়ার মিটার সর্বদা Operational থাকা বাধ্যতামূলক। রাস্তায় চলাচলকালে মিটার নষ্ট, টেম্পারিং/Wrong adjustment প্রমাণিত হলে চালকের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স/মালিকের ক্ষেত্রে গাড়ীর রুট পারমিট বাতিল করা হবে।

অনুচ্ছেদ-ঘ ঃ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের ভাড়ার হার

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান অবস্থা/হার	অনুমোদিত হার/প্রস্তাব
১।	বর্তমান দৈনিক জমার হার	৩০০.০০ টাকা	৪৫০.০০ টাকা
২।	প্রথম ২ কিঃ মিঃ-এর ভাড়া	১২.০০ টাকা	১৩.৫০ টাকা
৩।	পরবর্তী প্রতি কিঃ মিঃ ভাড়ার হার	৫.০০ টাকা	৫.৫০ টাকা
৪।	বিরতিকালের জন্য ভাড়ার হার	প্রতি ১ মিনিট ০.৫০ টাকা	প্রতি ১ মিনিট ০.৭৫ টাকা
৫।	সকল দূরত্বে যাত্রী পরিবহনে বাধ্যবাধকতা		সর্বনিম্ন ভাড়া ১৫.০০ টাকা
৬।	মিটার টেম্পারিং রোধ করা	মিটার টেম্পারিং এর প্রচুর অভিযোগ রয়েছে।	চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান।
৭।	অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ করা	প্রায় সকল ক্ষেত্রে চালকরা প্রতি যাত্রীর কাছ থেকে হয়রানিমূলকভাবে ১০-২০ টাকা আদায় করে থাকে।	অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী চালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে ফলাও প্রচার করা।

অনুচ্ছেদ-ঙ ঃ সিএনজি/পেট্রোলচালিত থ্রি-হুইলারের রুট পারমিটের শর্তাদি

১। মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং তদাধীনে প্রণীত মোটরযান বিধি-তে বর্ণিত কন্ট্রাক্ট ক্যারিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল শর্তাদি সিএনজি/পেট্রোলচালিত থ্রি-হুইলারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট সব সময় গাড়ীতে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে যাত্রী সাধারণ সহজে অবলোকন করতে পারে।

৩। নির্ধারিত স্টান্ডে অবস্থান কালে কোন সিএনজি/পেট্রোলচালিত থ্রি-হুইলার চালক স্বল্প দূরত্বসহ সরকার নির্ধারিত এলাকার মধ্যে যে কোন দূরত্বে যেতে বাধ্য থাকিবে বা কোন রকম অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

৪। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলার চালককে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত রংয়ের পোশাক/ইউনিফর্ম পরিধান করতে হবে। তাছাড়াও চালককে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স, আইডি কার্ড/ব্যাজ ধারণ করতে হবে।

৫। চালকের ছবিসহ পরিচয়পত্র যাত্রী সাধারণের সহজে অবলোকনের উপযোগী করে গাড়ীতে প্রদর্শন করতে হবে।

৬। নির্ধারিত স্টান্ড ব্যতীত যাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন থ্রি-হুইলার রাস্তায় যেখানে সেখানে থেমে থাকতে পারবে না, চলাচলরত থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-চ ঃ অন্যান্য বিষয়

১। যাত্রী অথবা যে কোন জনসাধারণ কর্তৃক সিএনজি/পেট্রোলচালিত থ্রি-হুইলার এর চালক সম্পর্কে যে কোন ট্রাফিক পুলিশ/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বের সাথে আমলে আনতে হবে।

২ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস পরিচালনা/ভাড়া হ্রাস-বৃদ্ধি ও প্রদর্শন বিষয়ে প্রচলিত আইন ও বিধিতে কোন সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিআরটিএ সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব আকারে পেশ করবে।

৩। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার গুরুত্ব এবং যাত্রী সাধারণের চাহিদা বিবেচনা করে মহানগর পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ড নির্ধারণ করবে।

৪। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকৃত সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের রং সবুজ (Green) হবে।

৫। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারে যাত্রী ও চালকদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬। রাস্তায় চলাচলকালে অথবা কোন স্ট্যান্ডে অবস্থানকালে কোন যাত্রী বা অন্য কাউকে চালকের নিকট গাড়ী চোর অথবা ছিনতাইকারী সন্দেহজনক মনে হলে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবশ্যই চালক অবহিত করবে। অন্যথায় চালককে চুরি বা ছিইতাইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য করা হবে।

৭। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এরূপ অভিযোগের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের সার্ভিস ২৪ ঘন্টা চালু থাকবে।

অনুচ্ছেদ-ছ ঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের মালিক শ্রমিকদেরকে সমস্ত আইন/আইনানুগ শর্ত/শর্তসমূহ মেনে চলতে হবে ঃ—

১। ট্রাফিক আইন মেনে চলা।

২। মিটার টেম্পারিং থেকে বিরত থাকা।

৩। ব্যাজ/পরিচয় পত্র বহন করা।

৪। স্বল্প দূরত্বে চলাচল নিশ্চিত করা।

৫। মিটার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬। যাত্রীদের সাথে সদাচরণ করা।

৭। রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি প্রযোজ্য কাগজপত্র সংগে রাখা।

৮। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক জমা আদায়ের অভিযোগ ইত্যাদি।

উপরোক্ত এক বা একাধিক বিষয় অমান্য করা, কোন ব্যত্যয় কিংবা শৃংখলা পরিপন্থি কোন আচরণ বা কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, মালিক ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক এবং দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মফিজুল হক
উপ-সচিব (পরিবহন)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।